মূল কথা

পবিত্র মিলাদুন্নবীর প্রচলন সর্বযুগেই ছিল। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে আকার ও প্রকারের বিভিন্নতা ছিল এবং এখনও আছে। মিলাদ বিরোধিরাও বসে বসে কোন কোন সময় মিলাদের নামে শুধু দরূদ পড়ে। এটা তাদের ধোকাবাজী। তারা ইয়া নাবী, ইয়া রাসুল- বলে সম্বোধন করাকে শিরিক বলে এবং কেয়ামকে হারাম বলে। সমস্বরে ইয়া নাবী সালাম আলাইকা- পাঠ করাকে ফতোয়ায়ে রশিদিয়াতে কৃষ্ণলীলার গান বলে উপহাস করা হয়েছে এবং "ইয়া রাসুলাল্লাহ" বাক্যটিকে কুফর সদৃশ বাক্য বলা হয়েছে- (ফতোয়া রাশিদিয়া পৃষ্ঠা ৬২)। দেওবন্দ আলেমদের অধিকাংশই মিলাদ ও কেয়াম বিরোধী। যেখানে সুন্নী আলেম আছে, সেখানে তারা বলে- কেয়াম করা মোস্তাহাব- করলেও চলে, না করলেও ক্ষতি নেই। আবার যেখানে সুন্নী আলেম কম বা দুর্বল থাকে, সেখানে বলে-কেয়াম করা হারাম ও শিরক- ইত্যাদি। হানাফী মাজহাবের ইমাম ইব্রাহীম হলবী রুহুস সিয়ার (সীরতে হলবী নামে খ্যাত) গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেন ঃ

اَلْقِيَامُ مُسْتَحْسَنٌ-فَمَنْ فَعَلَهٗ فَقَدْ اَحْسَنَ-وَمَنْ لَّا فَلَا--وَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ كَفَرَ.

অর্থাৎ ঃ "কিয়াম করা মুস্তাহসান। যে ব্যক্তি কেয়াম করবে– সে মোস্তাহ্সান কাজের সওয়াব পাবে। আর যে করবেনা– সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নীতিগতভাবে কেয়াম মানবেনা বরং অস্বীকার করবে– সে কাফের হবে"। (সীরতে হলবী– রূহুস সিয়ার)। ইহাই চূড়ান্ত ফতোয়া।

মিলাদুন্নবীর মাহফিল ও কেয়াম সম্পর্কে যে সব দলীল পেশ করা হলো– তার চেয়ে অনেক বেশী দলীল আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রাহঃ) আন-নে'মাতুল কোবরা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। যারা মানতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য এটাই যথেষ্ঠ। আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে (আন-নে'মাতুল কোবরা) আরো কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত ইমাম ও শাইখের (রহঃ) নাম এবং তাদের ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। তারা হচ্ছেন ঃ (১) হযরত হাসান বসরী (রঃ) (২) হযরত মারুফ কারাখী (রহঃ) (৩) হযরত সিররি সাকাতী (রহঃ) (৪) হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) প্রমুখ মনিষীবৃন্দ। এতে দেখা যাচ্ছে যে, সাহাবা যুগ থেকে শুরু করে প্রত্যোক যুগেই মিলাদুন্নবীর প্রচলন ছিল। এসব মহা মনিষীগণের ফতোয়ার মোকাবিলায় ফাকেহানী, ইবনে ওহাব নজদী, রশিদ আহমদ, খলীল আহমদ, আশ্রাফ আলী থানবী গংদের মতামতের কি মূল্য আছে? **ওহাবীদের পীর বলে খ্যাত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী বলেন ঃ "আমি মিলাদ মাহফিলে শরীক হই, নিজেও মিলাদ কেয়াম করে থাকি এবং খুবই আনন্দ পাই"। (ফয়সালা হাফত মাসায়েল)।** আমাদের দেশের ওহাবী সম্প্রদায়ের আলেমরাই মানুষকে গোমরাহ করছে। সরলপ্রাণ মুসলমানের কোন দোষ নেই। রাসুলের পক্ষে থাকার মধ্যেই নাজাত নিহিত। বিপক্ষে যাওয়ার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদেরকে রাসুলের প্রতি মহব্বত মূলক কাজের তৌফিক দিন। আমিন– (লেখকের পৃথক গ্রন্থ "ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ)" তে মিলাদ ও কিয়াম-এর তরতীব, নিয়ম কানুন, বিভিন্ন আশেকানা না'ত শরীফ ও সমর্থনকারী পীর মাশায়েখ এবং জগত বরেণ্য উলামায়ে কেরামের তালিকা দেখুন)। নিম্নে তাদের নাম পেশ করা হলো ঃ

১। ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী, ২। ইমাম তাজ উদ্দিন সুবকী, ৩। আল্লামা ইবনে দাহইয়া (৬০৪ হিঃ), ৪। ইমাম নভবী ও আল্লামা আবু শামা, ৫। ইছমাইল হাক্কী (রুহুল বয়ান তাফছীর এর লেখক), ৬। জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (তাফছীর-ই-জালালাইন-এর লেখক), ৭। ইবনে হাজার হায়তামী, ৮। আল্লামা ইবনে কাছীর (তাফছীর-ই-ইবনে কাছীর-এর লেখক) ৯। শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী, ১০। শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী, ১১। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী, ১২। শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভী, ১৩। আল্লামা ইউছুফ নাবহানী, ১৪। আহমদ রেজা খান বেরেলবী (ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত), ১৫। আল্লামা সাইয়্যদ আহমেদ কাজিমি, ১৬। সদরুল আফাজিল নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী, ১৭। আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, ১৮। আল্লামা আব্দুস ছামী রামপুরী, ১৯। আল্লামা হাশমত আলী রেজভী, ২০। আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী, ২১। আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা, ২৩। আল্লামা আবেদ শাহ মুজাদ্দেদী ও ২৪। মাওলানা কাজী ফজলে আহমদ লুধিয়ানা প্রমুখ মনিষীবৃন্দ এবং জৌনপুর ও ফুরফুরা খান্দান, ছিরিকোটি দরবার, কুমিল্লা শাহপুর দরবার এবং সমস্ত সুন্নী পীর মাশায়েখগণের দরবারসমূহ।

www.sunnibarta.com